W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 02 /WBHRC/~~COM/2016-17~~ suo/18

Dated: 05. 01. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Eaisamay,' a Bengali daily dated 05. 01. 2018, the news item is captioned 'হাতের অস্ত্রোপচারে মৃত্যু মেডিক্যালে'

Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Govt of West Bengal is directed to enquire into the matter and to submit a report by 12th February, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(M.S. Dwivedy)
Member

হাতের অস্ত্রোপচারে মৃত্যু মেডিক্যালে

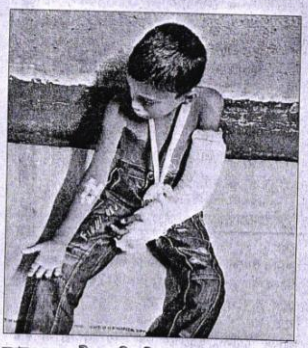

তখনও সুস্থ তৃতীয় শ্রেণির মিজান — এই সময়

বালকের চিকিৎসায় গাফিলতির নালিশ, মুখে কুলুপ কর্তৃপক্ষের

এই সময়: মামুলি হাত ভেঙেছিল বালকের। অপারেশন দরকার ছিল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে তড়িঘড়ি সে অস্ত্রোপচারও হয়। কিন্তু অপারেশনের পর বুধবার আর জ্ঞান ফেরেনি শেখ মিজান আলি (১০) নামে হুগলির জাঙ্গিপাড়ার ওই বালকের। বৃহস্পতিবার এই নিয়ে পরিজনের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় হাসপাতালে। সামান্য ভাঙা হাতের অপারেশনে কী করে মৃত্যু হল, কেনই বা অস্ত্রোপচারের আগে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়নি—সে-সব প্রশ্নেই সোচ্চার হয়েছে সন্তানহারা পরিবার। মুখে কুলুপ আঁটলেও তদন্ত শুরু করেছে হাসপাতাল। দেহের ময়নাতদন্তও হচ্ছে।

মঙ্গলবার বেলায় সাইকেল থেকে পড়ে যায় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র মিজান। বড়রা দেখেই বুঝেছিলেন, নির্ঘাত বাঁ হাতটা ভেঙেছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া ওই বালককে জাঙ্গিপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে বোঝা যায়, বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে ভেঙেছে অস্থিসন্ধি লাগোয়া হাড়। চিকিৎসকের মনে হয়েছিল, ভাঙা জায়গাটি অস্ত্রোপচার ছাড়া ঠিক করা যাবে না। এবং সে জন্য প্রয়োজন অর্থোপেডিক সার্জেন ও যথাযথ পরিকাঠামোর, যা জাঙ্গিপাড়ায় নেই। তাই তখনকার মতো প্লাস্টার করে কর্তব্যরত চিকিৎসক মিজানকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন। সন্ধ্যায় মিজানকে ভর্তি করা হয় মেডিক্যালে।

মিজানের দাদা শেখ নাদিম আলি বলেন, 'আচমকা রাতেই শুরু হয় অস্ত্রোপচার। তার পর বুধবার ভোরের দিকে আমাদের বলা হয়, ভাইয়ের হার্ট দুর্বল বলে নাকি জ্ঞান ফিরছে না। শেষ পর্যন্ত আর জ্ঞান ফিরলই না। সকাল সাতটা নাগাদ ডাক্তারবাবু জানান, ভাই মারা গিয়েছে।' তাঁর প্রশ্ন, আচমকা রাতবিরেতে কেন অপারেশন করা হল? হাড় জোড়ার অস্ত্রোপচার তো পরেও হতে পারত। তার মানে, তড়িঘড়ি অপারেশনের কারণেই কি মিজানের প্রি-অ্যানাস্থেশিয়া চেক-আপ হয়নি? 'চেক-আপ হলেই তো ধরা পড়ত, মিজানের হার্ট দুর্বল কিনা। তড়িঘড়ি অপারেশনটা কেন করা হল, তার কোনও ব্যাখ্যা আমাদের দেওয়া হয়নি,' অভিযোগ মৃতের আর এক দাদা শেখ আজাদ আলির।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই অঘটন নিয়ে কোনও ব্যাখ্যা দিতে নারাজ। মেডিক্যালের উপাধ্যক্ষ তথা সুপার শিখা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অভিযোগ পেয়েছেন। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়। অর্থোপেডিক বিভাগের একটি সূত্র অবশ্য বলছে, কনুই লাগোয়া হাড় ভাঙার জেরে ধমনি ছিঁড়ে গিয়ে সম্ভবত মিজানের বাঁ হাতের পালস চলে গিয়েছিল। অস্ত্রোপচার করে সে সমস্যা মিটিয়ে পালস ফিরিয়ে না-আনা গেলে হাতটি পচে যেতে পারত বলেই সম্ভবত তড়িঘড়ি অপারেশন করা হয়েছিল। যদিও মেডিক্যালেরই অনেক চিকিৎসক বলছেন, 'সত্যিই সমস্যাটি পালস সংক্রান্ত ছিল কিনা, তার নিশ্চয়তা নেই। যদি তা হয়ও, তা হলেও পরিবারকে তা বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল। সেটা না-করা হয়ে থাকলে ভুলই হয়েছে অর্থোপেডিক বিভাগের চিকিৎসকদের।'